দারসে কুরআন সিরিজ-০৪

প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-৪

প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৪ ইং
বিশতম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ২৬ টাকা

www.pathagar.com

সূচীপাতা

মূল আয়াত	৫
তরজমা	৬
শব্দার্থ	৭
নাযিল হওয়ার সময়কাল	১০
কেন এ অনুষ্ঠান	১৬
আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাহিনী	২৪
কুরআন ও বিজ্ঞানে কি টক্কর?	২৭
পৃথিবী কি সূর্য থেকে সৃষ্টি	২৮

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط
قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ط
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ * وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -
قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ
الْحَكِيْمُ * قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ
بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ * وَاِذْ قُلْنَا
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ
ز وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ * وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ * فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا

www.pathagar.com

فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ * فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ * قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

(البقرة ٣٩-٣٠)

অনুবাদ ঃ

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন- আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব, তখন তারা বলল,

"আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষনা করি।" তিনি বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" এবং তিনি আদমকে (পৃথিবীর) যাবতীয় কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন তারপর এর (পৃথিবীর) সমস্ত কিছুই ফেরেশতাদের সামনে হাজির করলেন এবং বললেন এই সব কিছুর নামসহ গুনাগুণ বা সঠিক তথ্য আমার নিকট বর্ণনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আর কিছুই আমরা জানিনা। অবশ্যই আপনি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময়। তিনি বললেন, হে আদম! তুমি ঐগুলোর গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বল ঐগুলোর নাম সহকারে। অতঃপর যখন ঐগুলোর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলে দিলেন (তখন) তিনি বললেন আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সব অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে জানি। আমি আরো জানি তোমরা যা প্রকাশ কর এবং

www.pathagar.com

যা তোমরা গোপন কর। আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমি ফেরেস্তাদের বললাম আদমের উদ্দেশ্যে তোমরা নত হও তখন সবাই নত হলো কিন্তু ইবলিস নত হলো না। সে অমান্য ও অহংকার করল এবং কাফেরদের অর্ন্তভূক্ত হলো। আর আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং এর যেথা থেকে ইচ্ছা দু'জনে তৃপ্তির সাথে খাও দাও কিন্তু এই গাছটার কাছেও যেয়োনা। তাহলে তোমরা জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দিল। আমি বললাম তোমরা একে অপরের শত্রু হিসেবে নেমে যাও। পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণী পেলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আমি বললাম তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথে চলার নির্দেশনামা আসবে। তখন যারা আমার নির্দেশনামা মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং দুঃখ- কষ্টও নেই। আর যারা আমার আয়াতগুলো অমান্য করবে ও মিথ্যা মনে করবে তারা আগুনের অধিবাসী হবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে। আল বাকারা ঃ ৩০-৩৯

শব্দার্থ ঃ

جَاعِلٌ - সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। فِى الْاَرْضِ - পৃথিবীতে। خَلِيْفَةً - প্রতিনিধি। قَالُوْا - তারা বলল। اَتَجْعَلُ - আপনি কি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন? فِيْهَا - তার মধ্যে (পৃথিবীতে)। مَنْ - যে বা যারা, কে বা কারা। يُّفْسِدُ - ফাসাদ করবে। يَسْفِكُ - সে (রক্ত) ঝরাবে। الدِّمَآءَ - রক্ত (একবচনে دَمٌ) نُسَبِّحُ - আমরাই পবিত্রতা ঘোষণা করি। بِحَمْدِكَ -আপনার প্রশংসা সহকারে। نُقَدِّسُ - পবিত্রতা ঘোষণা

www.pathagar.com

করি। لَكَ - তোমার إِنِّىْ - অবশ্যই আমি। اَعْلَمُ - জানি। مَا - যা। لَاتَعْلَمُوْنَ - তোমরা জাননা। عَلَّمَ - তিনি (আল্লাহ) শিক্ষা দিলেন। اٰدَمَ - আদমকে। الْاَسْمَآءَ - নাম। (একবচনে اِسْمٌ) كُلَّهَا - উহার (পৃথিবীর) সব কিছু। ثُمَّ - পরে। عَرَضَهُمْ - উপস্থিত করলেন সে সব। عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ - ফেরেশ্‌তাদের সম্মুখে। اَنْبِئُوْنِىْ - আমার নিকট সঠিক তথ্য প্রকাশ কর। بِاَسْمَآءِ - নাম সহকারে। هٰٓؤُلَآءِ - এইগুলোর। اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ - এগুলোর (পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর) নামসহ এদের প্রত্যেকটির গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি আমার নিকট বল। اِنْ - যদি। كُنْتُمْ - তোমরা হও। صٰدِقِيْنَ - সত্যবাদী। سُبْحٰنَكَ - আপনি পবিত্র। لَاعِلْمَ لَنَا - আমাদের কোন ইল্‌ম নেই। اِلَّا - ব্যতীত। مَا - যা। عَلَّمْتَنَا - আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। اَنْتَ - আপনি। عَلِيْمُ - জ্ঞানী। حَكِيْمُ - বিজ্ঞানী। قَالَ - বলেন। يٰاٰدَمُ - হে আদম। اَنْبِئْهُمْ - ও সবের তথ্য, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বল। بِاَسْمَآئِهِمْ - ও-সবের নাম সহকারে। قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন। اَ - কি। لَمْ اَقُلْ - বলি নি? لَكُمْ - তোমাদেরকে إِنِّىْ অবশ্যই আমি। اَعْلَمُ - বেশী জানি। غَيْبَ -অদৃশ্য। مَاتُبْدُوْنَ - যা তোমরা প্রকাশ কর। وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ - এবং যা তোমরা গোপন কর। اُسْجُدُوْا -সিজদা কর। لِاٰدَمَ - আদমের উদ্দেশ্যে। فَسَجَدُوْا - অতঃপর তারা সিজদা করল। اَبٰى-অস্বীকার করল

www.pathagar.com

وَاسْتَكْبَرَ - বড়াই করল। اُسْكُنْ - বসবাস কর। اَنْتَ - তুমি। زَوْجُكَ - তোমার স্ত্রী। كُلَا - খাও তোমরা দুইজনে। مِنْهَا - তা থেকে (বেহেশ্‌তের ফলমূল) رَغَدًا - তৃপ্তির সাথে। حَيْثُ - যেমন। شِئْتُمَا - তোমাদের খুশিমত। لَاتَقْرَبَا - তোমরা দু'জন নিকটে যেও না। هٰذِهِ الشَّجَرَةَ এই গাছটির। فَاَخْرَجَهُمَا - অতঃপর সে তাদের দুইজনকে (বেহেশ্‌ত হতে) বের করল। قُلْنَا - আমি বললাম। اِهْبِطُوْا-নেমে যাও। بَعْضُكُمْ - তোমাদের অধিকাংশ। لِبَعْضٍ - অধিকাংশের জন্যে। عَدُوٌّ - শত্রু। فِى الْاَرْضِ - পৃথিবীতে। مُسْتَقَرٌّ - অবস্থান। مَتَاعٌ - লাভজনক কাজে। اِلٰى حِيْنٍ - একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ; فَتَلَقّٰى اٰدَمُ অতঃপর আদম পেলেন। مِنْ رَّبِّهٖ - তার রবের নিকট থেকে। كَلِمٰتٍ - কিছু বাণী। فَتَابَ - ফলে তিনি ক্ষমা পরবশ হলেন। فَاِمَّا - অতঃপর যখন। يَاْتِيَنَّكُمْ -তোমাদের নিকট আসবে। مِنِّىْ - আমার পক্ষ হতে। هُدًى -পথ নির্দেশ। فَمَنْ - তখন যে বা যারা। تَبِعَ - অনুসরণ করবে। هُدَاىَ - আমার সৎ পথের নির্দেশ। فَلَاخَوْفٌ - কোন ভয় নেই। عَلَيْهِمْ -তাদের জন্য। وَلَا هُمْ - এবং নেই তাদের জন্য। يَحْزَنُوْنَ -কোন দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা। وَالَّذِيْنَ - এবং যারা। كَفَرُوْا - অস্বীকার করবে। وَكَذَّبُوْا - এবং মিথ্যা মনে করবে। بِاٰيٰتِنَا - আমার আয়াতগুলোকে। اُولٰٓئِكَ - ওরা। اَصْحٰبُ النَّارِ - আগুনের অধিবাসী। هُمْ - তারা। فِيْهَا - তার মধ্যে। خٰلِدُوْنَ - (থাকবে) চিরকাল।

www.pathagar.com

নাযিল হওয়ার সময়কাল

মদিনায় গিয়ে রাসূল (সঃ) যখন একটা ছোট ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন তখন কিছু বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এসব আয়াত নাযিল হয়

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ পাক যখন ফেরেস্তাদের বললেন যে, আমি পৃথিবীতে 'খলিফা' বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তখন ফেরেস্তাগণ কি করে বুঝতে পারলেন যে, তারা সেখানে গিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি ও রক্তারক্তি করবে? ফেরেশ্তারা তো 'আলেমুল গায়েব' নন?

এর জবাব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ এ কথা বলেননি যে ইন্নি জায়ীলুন ফিল আরদিন্নাছ বা আমি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করব। তিনি বলেছেন 'খলিফার' কথা। যদি মানুষ পাঠানোর কথা বলতেন তাহলে ফেরেস্তাগণ অবশ্যই টের পেতেন না যে তারা মারামারি করবে। বলেছেন 'খলিফা' তাই তারা পেয়েছিলেন, কারণ তারা জানতেন 'খলিফা' কাকে বলে। এ বিষয়টাকে বুঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন কোথাও কোন গ্রামে কয়েক জন পুলিশ গিয়েছেন এ খবরটা শোনা মাত্রই চোর ডাকাত বা কোন আসামী থাকলে তারা পালাতে শুরু করে, যদি তাদের জিজ্ঞেস করা যায় যে, তোমরা কি করে টের পেলে যে তোমাদের পুলিশে ধরবে! তোমরা কি আলিমুল গায়েব? তার জবাবে বলবে, না আমরা আলেমুল গায়েব নই, তবে 'পুলিশ' নামটা শুনেই বুঝতে পেরেছি যে পুলিশদের কাজটা কি। পুলিশ না বলে যদি বলা হত যে তোমাদের গ্রামে কয়েকজন মানুষ গিয়েছে তা হলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারতাম না যে, তারা আমাদের ধরবে। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ মানুষ না বলে বলেছেন মানুষকে আল্লাহ যে পদে বহাল করবেন সেই পদের কথা। সে পদ হলো খলিফা, অর্থ প্রতিনিধি। 'খলিফা' বলায় ফেরেশতাগণ বুঝেছিলেন যে, যাদেরকে 'খলিফা' করা হবে তাদেরকে অবশ্যই ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া হবে। আর তা দিলেই যখন লাগামহীন ভাবে সে ক্ষমতার প্রয়োগ করবে তখনই মারামারি ও রক্তারক্তি হবে। তাই ফেরেস্তাগণ বললেন আমরাই তো আপনার তসবিহ এবং আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

www.pathagar.com

এর পর আর কোন নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন নেই ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হলো- মানব জাতি যাদেরকে 'খলিফা' করে পাঠাবে তাদের আরও বহু কাজ থাকবে। যা তারা করবে। যেমন-

তোমরা ঘরবাড়ী নিজেরা তৈরী করে তাতে বাস করো না কিন্তু তারা নিজেদের তৈরী ঘরে বাস করবে।

তোমরা গাড়ী বা যান বাহন ধরনের কোন কিছু নিজে তৈরী করে তাতে চলা ফেরা কর না কিন্তু মানুষ তা করবে।

তারা তাদের ব্যবহারিক দ্রব্য সামগ্রী সব কিছু নিজেরা হাতে তৈরী করবে এর পরও তারা ইবাদত বন্দেগী করব।

তারা বিদ্যা অর্জন করবে, কারিগর হবে, ডাক্তার হবে, শিল্পী হবে, কবি হবে, সাহিত্যিক হবে। ইঞ্জিন তৈরী করবে, যুদ্ধাস্ত্র বানাবে, আনবিক বোমা তৈরী করবে, উড়োজাহাজ বানাবে, রকেট তৈরী করবে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার বাহন সৃষ্টি করবে। এ ধরনের বহু কিছু তারা করবে যা তোমরা জাননা, কিন্তু আমি তা জানি।

ফেরেস্তাদের মনের ধারণা যে আমাদের সৃষ্টি আগে হয়েছে; কাজেই আমরাই বেশী জানি। কিন্তু তারা জানতেন তাই যা আল্লাহ তাদের শিখিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا "এবং (আল্লাহ) আদমকে পৃথিবীর সব জিনিসের নাম গুণাগুণ ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন।"

যেন তিনি পৃথিবীতে বেকার না হয়ে পড়েন। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই মানুষকে ব্যবহার করতে হবে তাই প্রত্যেকটির সঙ্গে আল্লাহ আদমকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ; كُلَّ বলতে অধিকাংশ বুঝায় না, 'সব কিছু' আর هَا থেকে বুঝায় তার বা পৃথিবীর। তাহলে প্রমাণ হলো পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যার নাম সহ তার গুণাগুণ আর ব্যবহার পদ্ধতি হযরত আদম (আঃ)জানতেন না। আর এটাই হচ্ছে যুক্তি যে, কেউ কাউকে কিছু ভোগ করতে দিলে তার নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলে দিতে হয়। তো নাহলে যদি কিছু দ্রব্য ভোগ করতে দেয়া হয় অথচ তার কোনটা কোন

www.pathagar.com

কাজে লাগবে তা বলে দেয়া না হয় তাহলে সে তা কি করে ব্যবহার করতে পারবে? তা পারবে না। যেমন একটা জনশ্রুতি আছে যে কোন ব্যক্তি শহরে চাকুরী করতেন। সেখান থেকে তিনি তার গ্রামের বাড়ীতে কিছু মোমবাতি পাঠিয়েছেন কিন্তু এ কথা লিখে দেননি যে, তা কি কাজে ব্যবহার করতে হবে। মোমবাতি ছিল তাদের গ্রামের বাড়িতে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। যেমন পৃথিবীর সব কিছুই ছিল আদম (আঃ) এর নিকট নতুন জিনিস। তাদের গ্রামের লোক নতুন পেয়ে মনে করল এটা নিশ্চয় নতুন খাবার হবে। তাই তারা তা ভাগযোগ করে সবাই খেয়ে ফেলল। পরে প্রত্যেকের পেট খারাপ হলো। তারা তাদের শহরের লোককে চিঠি দিয়ে জানাল 'লম্বা লম্বা গোল গোল, ভিতরে সুতা পরানো, এ মিঠাই আর পাঠাবেন না, তা খেয়ে প্রত্যেকের পেট খারাপ হয়েছে। কারণ তাদেরকে নাম, এগুলোর গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি কিছুই জানানো হয়নি তাই তারা লিখেছে লম্বা লম্বা ইত্যাদি এবং তা খেয়ে ফেলেছে। সেই শহরের লোকটার মত আল্লাহও যদি আদম (আঃ) কে পৃথিবীর যাবতীয় নতুন জিনিসের মধ্যে পাঠিয়ে দিতেন তা হলে হযরত আদম (আঃ) ও তো মোমবাতি খাওয়ার মত ব্যাপারটা ঘটাতেন! এ কারনেই প্রয়োজন ছিল আদমকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বেই পৃথিবীর সব জিনিস সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান দান করা। আর আল্লাহ তা করেছিলেনও!

তাই বলা হলো وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا "(আদমকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে) এর (পৃথিবীর)সব কিছুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি তিনি আদম (আঃ)কে শিখিয়ে দিলেন।" যেন তিনি পৃথিবীর সব কিছু যথাযথভাবে ব্যবহার ও ভোগ করতে পারেন। এর পর আল্লাহ পৃথিবীর সব জিনিসেরই একটা একটা ও প্রত্যেক পদার্থের কিছু কিছু করে এক জায়গায় হাজির করলেন এবং সেখানে সমস্ত ফেরেস্তাদের ও আদম (আঃ) কে হাজির করলেন। হাজির করে সমস্ত ফেরেস্তাদের আল্লাহ বললেন ঃ

اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ *

"(আদমের চাইতে তোমরা বেশী জান)" তোমাদের এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে পৃথিবীর এইসব দ্রব্যগুলোর নামসহ এর প্রত্যেকটির

www.pathagar.com

গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি আমার নিকট বল"। এখানে اَنْبِئُوْنِىْ শব্দটা হচ্ছে نَبَا (নাবা) শব্দ থেকে। আর নাবা শব্দের অর্থ হচ্ছে সঠিক সংবাদ, সঠিক তত্ত্ব ও সঠিক তথ্য। আরবীতে خَبَرْ (খবর) সংবাদ এবং نَبَا (নাবা) মানেও সংবাদ। কিন্তু যে সংবাদে কোন প্রকার সত্য- মিথ্যার আশংকা থাকে এই ধরনের সংবাদকে বলা হয় خَبَرْ (খবর) আর যে সংবাদ আল্লাহর নিকট থেকে আসে আর যার মধ্যে কোন প্রকার মিথ্যা ও অতিরঞ্জিতের নামগন্ধও নেই, এবং যা একেবারেই নির্ভুল সংবাদ ও তথ্য সেই গুলোকেই বলা হয় نَبَا (নাবা)। আর এই নাবা বা নির্ভুল তথ্য ও নির্ভুল সংবাদ যারা মানুষের নিকট বহন করে নিয়ে আসে তাঁদের বলা হয় নবী বা সঠিক তথ্য পরিবেশক ও সঠিক সংবাদ বাহক। আর এই نَبَا শব্দ থেকে যখন বলা হয় اَنْبِئُوْا 'আমবিয়ু' তখন তার অর্থ হয় 'সঠিক সংবাদ বা ঠিক তত্ত্ব বা তথ্য বল' আর نِىْ অর্থ আমার নিকট। তাহলে اَنْبِئُوْنِىْ এর অর্থ দাঁড়াল "আমার নিকট সঠিক ও নির্ভুল সংবাদ, তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণনা কর" (আফসোস) اَنْبِئُوْنِىْ শব্দের সঠিক বাংলা অর্থ কোন বাংলা তাফসীরেই আমার চোখে পড়েনি। بِ অর্থ সহকারে اَسْمَآءْ অর্থ নাম بِاَسْمَآءِ সবগুলো নাম সহকারে (اِسْم নাম, একবচনে আর এর বহুবচনে اَسْمَآءْ অর্থ নামগুলো যা সব জিনিসের নাম) هٰؤُلَاءِ- অর্থ এই গুলির (আরবীতে هٰذَا অর্থ এই আর এর বহুবচনে هٰؤُلَاءِ অর্থ এইগুলোর) এখানে এই গুলোর বলার অর্থ হলো এর পূর্বে বলা হয়েছে كُلَّهَا তার সব কিছু অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু। তার পরে বলা হলো' এইগুলোর ' তাহলে এর অর্থ দাঁড়াল পৃথিবীর এইসব জিনিসগুলোর। অর্থাৎ পৃথিবীর এমন কোন কিছুই ছিলনা যা সেখানে হাজির করা হয়নি। যা-ই আছে পৃথিবীতে তার প্রত্যেকটিই ছিল সেখানে। আর তার সব কিছুরই নাম, গুণাগুণ ও

www.pathagar.com

ব্যবহার পদ্ধতি কি তা বলতে বলেছিলেন ফেরেস্তাদের কিন্তু ফেরেস্তারা তা বলতে পারলেন না, পরে আদমকে বলতে বললে তিনি তার প্রত্যেকটিকে হাতে নিয়ে একটা একটা করে ধরে তার নাম গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলতে লাগলেন। যখন সব বলা শেষ হয়ে গেল (তা তাতে যত সময়ই লাগুক লেগেছিল সেখানে কোন সময়ের তাড়াহুড়া ছিলনা।)

তখন আল্লাহ বললেন اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ এই দেখলে? আমি তোমাদেরকে পূর্বেই বলিনি যে, আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জাননা। অর্থাৎ আদম (আঃ) যখন পৃথিবীর সব জিনিসের নাম ও ব্যবহার পদ্ধতি বললেন তখন ফেরেস্তাদের নিকট এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, এই আদমের জাতি পৃথিবীর এই সব পদার্থ ব্যবহার করে বহু কিছু বানাবে। এমনকি রকেট তৈরী করে আকাশেও ভ্রমণ করবে। কলকারখানায় ক্ষেতে খামারে কাজ করে কত কি উৎপাদন করবে। এ ধরনের অনেক কিছুই তারা করবে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যে যে সব দ্রব্যগুণ রয়েছে মানুষ তা ব্যবহার করবে বা তা কাজে লাগাবে। এরা ফেরেস্তাদের ন্যায় শুধু রাত দিন যে কোন একই কাজে নিয়োজিত থাকবে না। এরা বহুমুখী কাজ করবে।

আল্লাহ ফেরেস্তাদের নিয়ে যে কাজটা করেছিলেন তা আরও স্পষ্ট করে বুঝার জন্য আসুন আমরা আরও কিছুটা চেষ্টা করি। চেষ্টা করি একটা উদাহরণের সাহায্যে। যদিও ফেরেস্তাদের সংখ্যা বর্তমান পৃথিবীর মোট লোক সংখ্যার চাইতে তখনই বেশী ছিল তবুও ধরে নিলাম তখন ফেরেস্তাদের সংখ্যা যদি মাত্র ৫শত কোটিও হত এবং তাদের দেহের আয়তন যদি খুব কম করে হলেও একটা মানুষের দেহের আয়তনের সমান হত এবং তাদের প্রত্যেকের সহজভাবে বসার জন্যে যদি মাত্র ১ বর্গগজ করে জায়গাও লাগত তাহলেও তো তাদের জন্যে ৫০০ কোটি বর্গ গজ জায়গার প্রয়োজন হত। অর্থাৎ ১৪×১৪ = ১৯৬ বর্গ হাতে এক শতাংশ জমি হলে ৫০০ শত কোটি বর্গ গজে হবে প্রায় ১০ লক্ষ একরের বেশী জমি। তাহলে প্রায় আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির সমান একটি বিরাট বড় মাঠের প্রয়োজন অবশ্যই হয়েছিল। আচ্ছা আমরা যদি সেইরূপ একটা অনুষ্ঠান করি, তাহলে কি করা লাগবে? লাগবে প্রথমে সাহারা মরুভূমিতে

www.pathagar.com

বিরাটাকারের ১টা প্যাণ্ডেল করা। তারপর তার মাঝখানে বহু জায়গা নিয়ে গোল করে একটা জায়গার চারপাশে একটা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে পৃথিবীর প্রত্যকটি পদার্থের কিছু কিছু নিয়ে সেখানে লাইন দিয়ে সাজানো। পরে তদন্ত করে দেখা লাগবে যে, কোন কিছু বাদ পড়ল কিনা। তারপরে চারপাশ ঘুরায়ে এমন গ্যালারী তৈরী করা লাগবে যেন প্রত্যেকেই যার যার জায়গায় বসে মাঝখানের বেষ্টনীর ভেতরের সব কিছু দেখতে পায়। এরপর পৃথিবীর সব মানুষকে সেখানে হাজির করে যদি বলা যায় যে, কে পারবে তোমরা পৃথিবীর এইসব জিনিসের নামসহ তার গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলতে; তাহলে ঠিক যেমন অবস্থায় সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনই একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের নিয়ে।

অতঃপর চিন্তা করুন আমরা পৃথিবীতে যদি এধরনের একটা অনুষ্ঠান করি তাহলে সে অনুষ্ঠানের নাম কি দেয়া যাবে? এর নাম হয়ত 'মহা পদার্থ বিজ্ঞান মেলা' বা এর চাইতেও কোন উন্নতমানের নাম দেয়া যাবে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের জন্যে তার সব কিছুর নাম ও গুণাগুণ, কোন দিনই বলা সম্ভব হবে না। তা সম্ভব ছিল শুধু আল্লাহর জন্যে কারণ আল্লাহই হচ্ছেন সর্বজ্ঞাত। সে অনুষ্ঠানটা ছিল আসলে ঐ ধরনেরই একটা বিরাট ব্যাপার।

আচ্ছা ধরুন আমরা যদি ঐরূপ একটা অনুষ্ঠান সাহারা মরুভূমিতে করি। আর পৃথিবীর সবাইকে যদি প্রত্যেকটি পদার্থের নামসহ গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলতে বলি তাহলে এমন কেউ কি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে যে, হ্যাঁ আমি সব জিনিসের নামসহ এগুলোর গুনাগুণ বলতে পারব। কেউ তা বলতে পারবে না, এমনকি যারা পদার্থ বিজ্ঞানী হয়ে দু'চারটা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তারাও পারবেন না। কিন্তু আদম (আ) তা পেরেছিলেন। আচ্ছা বলুন যদি বর্তমান পৃথিবীর আদম নামক কোন ব্যক্তি পৃথিবীর সব পদার্থ এবং তার গুণাগুণসহ ব্যবহার পদ্ধতি বলতে পারেন তাহলে তিনি ক'টা নোবেল পুরস্কার পাবেন ? এবং আদম নামক ব্যক্তিটিকে যদি আমরা বলি পদার্থ বিজ্ঞানী বা বস্তুবিজ্ঞানী কিংবা রসায়ন বিজ্ঞানী (স্বয়ং আল্লাহ হচ্ছেন যার শিক্ষক), তাহলে কি ভুল হবে?এতে প্রমাণিত হলো যে, বিজ্ঞানের প্রথম ছাত্র হযরত আদম (আ) আর বিজ্ঞানের প্রথম ওস্তাদ হচ্ছেন আল্লাহ পাক নিজেই।

www.pathagar.com

এর পরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কেন ফেরেশ্‌তাদের ও আদমকে নিয়ে একটা বিজ্ঞান-মেলার ব্যবস্থা করলেন? করলেন এই জন্যে যে, ফেরেশ্‌তাদের ধারণা ছিল তারাই বেশী জ্ঞানী কিন্তু আল্লাহ যে, আদমকে তাঁদের চাইতেও বেশী জ্ঞানী করে সৃষ্টি করেছেন তা যেন ফেরেশ্‌তারা বুঝতে পারেন। আসুন এটাকে একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝার চেষ্টা করি।

কেন এ অনুষ্ঠান

ধরুন যদি কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ ২৭ বছর বয়সের এক শিক্ষিত যুবককে স্কুলের হেড মাষ্টার হিসাবে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেন আর সেই স্কুলের যে সব শিক্ষক সেখানে ৩০ বছর ধরে শিক্ষকতা করে আসছেন তারা যদি মনে মনে চিন্তা করেন এবং যদি কোন কোন জায়গায় বলেনও যে কমিটির কেমন সিদ্ধান্ত যে, আমরা এত পুরাতন শিক্ষক রয়েছি, আমাদেরকে হেড মাষ্টার করা হবে না আর হেড মাস্টার করবে এমন একটা ছেলেকে যার জন্মেরও পূর্ব হতে আমরা এখানে শিক্ষকতা করে আসছি। আর এ কথা যদি কমিটির লোক জানতে পারে তাহলে কমিটির একটা দায়িত্ব হয় এই যে, এমন কিছু ব্যবস্থা করা যেন যারা ৩০ বছরের পুরাতন শিক্ষক তারা যেন ঐ নতুন হেড মাষ্টারকে মেনে নিতে পারে এবং তাঁর অধীনে খুশী মনে চাকুরী করতে রাজী হতে পারে। সে ব্যবস্থাটা তারা এভাবে করতে পারেন যে, নতুন শিক্ষককে ইন্টারভিউ নেয়ার সময় স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের বলতে পারেন, আপনারা উপস্থিত থাকুন, আমরা সবাই মিলে একটু পরীক্ষা করে দেখি তিনি যোগ্য কিনা। অতঃপর যদি ঐ নতুন শিক্ষককে কোন ক্লাসে কোন বিষয়ের ওপর পড়াতে দেয়া হয় আর তিনি যদি এমনভাবে পড়াতে পারেন যা দেখে পুরাতন শিক্ষকগণ মনে করেন যে এ ছেলে অত্যন্ত ভাল পদ্ধতিতে পড়াতে পারল যা আমরা পারি না। তাহলে অবশ্যই তাঁকে হেডমাষ্টার হিসেবে মানতে কেউ আপত্তি করবে না এবং খুশি মনে তাকে মেনে নেবে। ঠিক এই ধরনেরই একটা উদ্দেশ্যে আল্লাহ আদমকে ফেরেশ্‌তাদের সামনে হাজির করেছিলেন এবং আদম(আ) কে বস্তু বিজ্ঞানের একটা Demonestration class নিতে দিয়েছিলেন

www.pathagar.com

যেন তিনি তাঁর জ্ঞানের প্রমাণ দিতে পারেন। এখন প্রশ্ন. হযরত আদম (আ) যদি আল্লাহর নিকট থেকে বিজ্ঞান শিখতে পারেন তবে আমরা কেন বিজ্ঞান শিখতে পারব না এবং আমরা কোন যুক্তিতে বিজ্ঞান পড়াকে হারাম বা মাকরূহ মনে করতে পারি? প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, প্রায় দুইশত বছর যখন ইংরেজ খ্রীষ্টান জাতি আমাদের ওপর প্রভুত্ব করেছে তখন তারা চায়নি যে মুসলমানরা ইসলাম বুঝুক, আর তারা খাঁটি ইসলামী জীবন যাপন করুক। তারা অতি সুকৌশলে শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়, যার এক ভাগের নাম দেয় জেনারেল এডুকেশন। যে নামটাই আকর্ষণীয় যা শুনলেই মানুষের মন চায় সেদিকে ঝুকতে।

আর মাদ্রাসা লাইনের লেখা পড়ার নাম দিল ওল্ড স্কীম যার নামটা এমন যে, শুনলেই কারও মন চাইবে না তা শিখতে। এরপর যা করল, তা ছিল আরও এক বিরাট, ভয়াবহ ও ষড়যন্ত্রমূলক চক্রান্ত। তা হচ্ছে এই যে তারা মাদ্রাসা দিল বটে। কিন্তু তার প্রিন্সিপ্যল দিল ইংরেজ খ্রীস্টান। অর্থাৎ বাংলা ও আসামের মধ্যে মাত্র ১ টিই মাদ্রাসা দিল কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা কিন্তু সেখানে পর পর ২৬ জন খ্রীষ্টান প্রিন্সিপ্যাল দেয়ার পর ৭৭ বছর পরে প্রিন্সিপ্যাল দেয়া হলো মুসলমান। ১৮৫০ সালে প্রথম প্রিন্সিপ্যাল আসেন ডক্টর এ, স্প্রেংগার এম, এ। এরপর ২৬ নং প্রিন্সিপ্যাল হলেন আলেকজান্ডার হেমিলটন হালি (১৯২৭ সাল পর্যন্ত)। এ ৭৭ বছর ইংরেজ খ্রীষ্টানদের সম্পূর্ণ পরিচালনাধীনে থাকার পর সর্ব প্রথম ১৯২৭ সালে শামসুল উলামা কামালুদ্দীন আহমাদ এম, এ, আই আই, এস, কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হলেন। এ ৭৭ বছর ধরে তাদের চেষ্টা ছিল মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার; তারা তা করেও গেছে ঠিকমত। তারা যে ভাবে এলেম শেখার ধারা চালু করে দিয়ে গেল, সেই ধারাই শেষ পর্যন্ত চালু হয়ে গেল। তারা শুধু ইচ্ছা করেই নয় বরং মহা পরিকল্পনা করেই মুসলমানদের বুঝাতে চেষ্টা করল যে বস্তু বিজ্ঞান শেখা ঠিক নয়, শিখলে মগজ হয়ে পড়বে বস্তুবাদী। ফলে তোমরা হয়ে যাবে মুশর্রিক, তাই বিজ্ঞান তোমরা শিখনা। আর আমরা মনে করলাম ওরা ঠিকই বলছে, বিজ্ঞান শেখা যাবেনা, শেখানও যাবে না। তাই কোন দীনদারই গোনাহর ভয়ে বিজ্ঞান শিখলেন না এবং মাদ্রাসায় বিজ্ঞান

www.pathagar.com

শেখানও জায়েজ মনে করা হলো না। এখন প্রশ্ন, এতে ইংরেজদের কি স্বার্থ ছিল? তারা জানতো, যদি মুসলমানরা বস্তুবিজ্ঞান শেখে তাহলে তারা হবে বস্তুর তৈরী যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রসস্ত্রের মালিক আর তা যদি মুসলমানরা হতে পারে তাহলে আর ওদের উপর আমাদের কোন প্রভুত্ব কখনো চলবে না। এই জন্যেই ওরা মুসলমান সেজে এমন কি পীর সেজেও আমাদের মধ্যে ঢুকে আমাদের দরদী সাজার ভান করে আমাদের পক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা করা আদৌ শোভা পায় না। এ ছাড়া ও বহু কিছু আমাদের মগজে তারা ঢুকিয়ে গেছে যা ক্রমান্বয়ে বলার ইচ্ছা রইল।

চিন্তার বিষয়, তারা দুইশত বছর ধরে পরিকল্পিতভাবে আমাদের মগজে যে বিষবাষ্প ঢুকিয়ে গেছে তাকি সহজে দূর করা সম্ভব হবে? আশা করা যায় আল্লাহ মর্জি করলে তা সম্ভব হবে। অতঃপর যখন প্রমাণ হলো যে, আদম (আ) ই ফেরেশ্‌তাদের চাইতে বেশী জ্ঞানী তখনই আল্লাহ হুকুম করলেন اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমের নিকট নতি স্বীকার কর, আর সবাই জ্ঞানের দিক থেকে খাট বলে তারা প্রত্যেকেই আদমের নিকট নতি স্বীকার করল কিন্তু ইবলিস নতি স্বীকার করল না।

এখানে লক্ষণীয় যে আল্লাহ সরাসরি এ কথা বলেননি যে اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ (উসজুদুল আদামা) বা আদমকে সিজদা কর। এর মাঝে একটি ل রয়েছে। ل অর্থ– জন্যে বা উদ্দেশ্যে বা কারণে। তাহলে উস্‌জুদু লি আদামা এর অর্থ ঠিক এ নয় যে, সরাসীর আদমকে সিজদা কর। এর অর্থ আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা কর। অর্থাৎ আমরা যেমন কেবলার দিকে মুখ করে আল্লাহকে সিজদা করি ঠিক তেমনই আদমের দিকে মুখ করে আল্লাহকেই সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এখানে আরো লক্ষণীয় সে সিজদার হুকুম করেছেন আল্লাহ আর ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহরই হুকুম পালন করেছিলেন। হুকুমটা অবশ্য আদমের ছিলনা। আমরা যেমন আল্লাহরই হুকুমে কা'বার দিকে মুখ করে আল্লাহকেই সিজদা করি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কা'বাকে মহা সম্মানও করা হয়। ঠিক তেমনই ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহরই হুকুমে আদমের দিকে মুখ করে আল্লাহকেই সিজদা করেছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আদমকে সম্মানও করা হয়েছিল এবং নতি স্বীকারও করা হয়েছিল

www.pathagar.com

কিন্তু ইবলিস তা করল না। সে অহংকার করে শয়তান হলো। এখানে আদম (আ) কে আল্লাহ একটা নকশা দেখালেন। দেখালেন যে, দেখ আদম. আজ যেমন দেখলে আমি সিজদার হুকুম করলাম এতে কেউ সিজদা করল আর কেউ সিজদা করল না, ঠিক তেমনই তোমার আওলাদের ওপর সিজদার হুকুম করলে কেউ সিজদা করবে আর কেউ সিজদা করবে না। যারা সিজদা করবে তারা হবে ফেরেশ্‌তা স্বভাবের। এরপর হুকুম হলো হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই বেহেশ্‌তে বসবাস কর, তোমরা দুইজন খাও-দাও বেড়াও আর ঐ গাছটার নিকট যেওনা। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে হুকুম হলো মাত্র একটা, যে খাও-দাও বেড়াও আর নিষেধাজ্ঞাও হল মাত্র ১টা, যে খবরদার ঐ গাছটার নিকট কেউ যেও না। বেহেশতে হুকুম হলো দুইটা, একটার নাম আদেশ আর একটার নাম নিষেধ। এই দুইটা হুকুমের মাধ্যমে আল্লাহ এক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন যা হলো কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর আওলাদের জন্যে এক চিরন্তন প্রশিক্ষণ। আল্লাহ প্রথমেই জানিয়ে দিলেন যে বেহেশ্‌তে বাস করতে হলে মাত্র দুটো কাজই করা লাগবে যথা (১) যা-ই আল্লাহ করতে হুকুম করবেন তাই করতে হবে এবং (২) যা-ই আল্লাহ করতে নিষেধ করেছেন তাই করতে পারবে না। তাহলেই বেহেশ্‌তে থাকা যাবে। হযরত আদম ও হাওয়া আদেশ মানতে ব্যর্থ হননি। ব্যর্থ হলেন নিষেধ মানতে। আর আল্লাহ তাতেই বললেন, আর এখানে নয়, যাও এবার পৃথিবীতে। যাও তোমরা সবাই আর জেনে রেখো শয়তান এবং তোমরা একে অপরের শত্রু।

এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত আদম হুকুম মানতে ব্যর্থ হননি, ব্যর্থ হয়েছেন নিষেধ মানতে আর তাতেই বেহেশ্‌তে থাকা গেল না। তাহলে এখানে শিক্ষাটা আসছে কি? শিক্ষাটা আসছে এই যে, আমরা যদি শুধু আল্লাহর হুকুমই মানি আর নিষেধ না মানি তাহলে যে বেহেশ্‌ত মিলবে তার কোন যুক্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে আরো লক্ষণীয় যে আদি পিতা-মাতা যেখানে নিষেধ মানতে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে আমাদেরও নিষেধ মানতে ব্যর্থ হওয়ার কথা। আসলে হচ্ছিও তাই।

www.pathagar.com

এরপর প্রশ্ন, আদমকে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হলো; কিন্তু সৃষ্টি করা হলো কেন বেহেশতে? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, জীবের মধ্যে যেমন সেরা জীব মানুষ তেমন জায়গার মধ্যে সেরা জায়গা বেহেশত। কাজেই সেরা জায়গা হচ্ছে সেরা জীবের পাওনা। আর সেখানে বাস করানোর উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করা হলো সেখানেই তাকে সৃষ্টি করা হলো এ জন্যে যে মানুষ যেন এ কথা বোঝে যে, যে স্থানে তাদের আদি পিতা-মাতার জন্মস্থান ঐ স্থানই তাদের আসল বাড়ী। এ পৃথিবী মানব জাতির আসল বাসস্থান নয়। এখানে মাত্র অল্পদিনের জন্যে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে আগমন। যেমন চাকুরীর উদ্দেশ্যে মানুষ আসল বাড়ী ছেড়ে কিছু দিনের জন্যে বিদেশে বাস করে। পৃথিবীর বসবাস মানুষের জন্যেও তেমন একেবারেই অস্থায়ী ও সাময়িক। তাই বলা হলো–

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ *

পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ জরুরী কাজের জন্য অবস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। এরপর তোমরা যে বেহেশ্‌তের মানুষ ঐ বেহেশ্‌তেই বাস করবে। মানুষ যেখানে চিরকাল বাস করবে ঐটাই হচ্ছে তার আদি বাসস্থান। অতএব বেহেশ্‌তই মানুষের আসল বাড়ী, আসল বাড়ী এ পৃথিবীতে নয়। এই কথারই ইঙ্গিত রয়েছে উপরোক্ত আয়াত শরীফের মধ্যে। হ্যাঁ তবে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, যারা চির জাহান্নামী তাদের আদি বাড়ী কোথায়? আমি বলব তাদেরও আদি বাড়ী বেহেশ্‌ত। বিষয়টা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। যেমন মনে করুন কোন সরকার কিছু লোককে বিশেষ কোন বড় ধরনের অপরাধের কারণে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিল এবং তাদেরকে কোন দ্বীপে রেখে আসা হলো, আর বলা হলো যে তোমাদের শাস্তি স্বরূপ সারা জীবন এই দ্বীপে বসবাস করতে হবে। এরপর প্রতি জেলার ২/৪ জন করে অপরাধী লোক নিয়ে সেই দ্বীপে ফেলে আসা হলো। তখন তারা যদি সেখানেই সারা জীবনের মত বসবাস করতে থাকে আর এ অবস্থায় যখন তারা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয় তখন একে অপরকে জিজ্ঞেস করে ভাই তোমার বাড়ী কোথায়? কেউ বলে ঢাকা, কেউ বলে নোয়াখালী, কেউ বলে যশোর। এই

www.pathagar.com

ভাবে এক এক জন এক এক জেলার কথা বলবে। কিন্তু কেন তা বলবে? তারা তো জীবনেও আর কোনদিন ঐ সব জেলায় যাবে না তা তো তারা ভালই বোঝে তবুও কেন বলে বাড়ী অমুক জেলায়? বলে এই জন্যে যে আসলে সে দ্বীপ তাদের শাস্তি ভোগের স্থান। আর আসল বাড়ী হচ্ছে সেইটাই যেখানে সে শাস্তির যোগ্য না হলে বাস করতে পারত। আবার ঐসব সাজা খাটা ব্যক্তিদেরকে যদি কোন সরকার ক্ষমা করে দেয় তা হলে তারা আর দ্বীপে বাস করবে না। তারা চলে যাবে যার যার বাড়ী। ঠিক তেমনই দোজখ কারও আসল বাড়ী নয়; ওটা হচ্ছে শাস্তি ভোগের স্থান। যদি আল্লাহ্ কখনও তাদের মা'ফ করে দেন তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে যাবে বেহেশ্‌তে যেখানে রয়েছে তাদের আসল ঘর-বাড়ী।

অতঃপর সবাইকে আল্লাহ্ বেহেশ্‌ত থেকে বের করে দিলেন। জনশ্রুতি আছে যে আদমকে ছাড়া হলো সিংহল দ্বীপের রাহুল নামক পর্বতের দজনী নামক স্থানে আর মা হাওয়াকে নামিয়ে দেয়া হলো জেদ্দায়। আরবী জিদ্দাতুন শব্দের অর্থই হলো দাদী বা নানী তাই তার অবতরনের স্থানের নাম হলো জিদ্দা। উভয়ের সাক্ষাত হলো যে মাঠে সে মাঠের নাম হলো পরিচয়ের মাঠ। পরিচয়ের আরবী হচ্ছে আরাফাত। তাই ঐ মাঠকে আমরা আরাফাতের মাঠ অর্থাৎ পরিচয়ের মাঠ বলি। এ স্থানটি ছিল হযরত আদম (আ) যেখানে নামেন সেখানে থেকে প্রায় ২৬০০ মাইল দূরে এবং মা হাওয়া যেখানে নামেন সেখান থেকে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে। আদমের পথে ছিল সব ধরনের বাধা-বিঘ্ন কিন্তু মা হাওয়ার পথে কোন বাধা -বিঘ্ন ছিল না। তিনি এসেছিলেন সরল পথ বেয়ে। ২ জনের পথের তুলনা মূলক দূরত্ব ছিল ৪০ঃ ১ এর ব্যবধান। অর্থাৎ মা হাওয়ার পথ অপেক্ষা বাবা আদমের পথ ছিল ৪০ গুণ বেশী। এর মধ্যেও একটা শিক্ষার ইঙ্গিত রয়েছে আর তা হচ্ছে এই যে, পুরুষের তুলনায় মেয়েদের কাজ ৪০ গুণ সহজ অর্থাৎ মেয়েদের চাইতে পুরুষের দায়িত্ব ৪০ গুণ বেশী।

আদমকে আল্লাহ্ যখন বেহেশ্‌ত থেকে নেমে আসতে বললেন তখন অবশ্যই তিনি কিছুটা ইতস্ততঃ করছিলেন তাই আল্লাহ বললেন যাও সেখানে–

www.pathagar.com

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ *

আমার নিকট থেকে নির্দেশনামা পাঠাব। যারা সে নির্দেশনামা ঠিক মত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখ কষ্টও নেই। তারা আবার বেহেশ্‌তের মানুষ বেহেশ্‌তে ফিরে আসবে।

এ বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দেখুন এপোলো ১১ এ করে যারা চাঁদে গিয়েছিল, তাদের জন্যে আমেরিকার কেপ-কেনেডিতে একটা নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটি তৈরী করা ছিল। সেখান থেকে ৩ জন নভোচারীকে বলা হয়েছিল তোমরা যাও, তোমাদের জন্যে এখানে ২৪ ঘন্টাই নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটি খোলা থাকবে। যখন যা দরকার হবে তখনই এখান থেকে তা বলে দেয়া হবে। আর এখান থেকে যা বলে দেব সেই অনুযায়ী কাঁটায় কাঁটায় কাজ করলে মাটির মানুষ মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। আর যদি নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটির পাঠানো নির্দেশ কাঁটায় কাঁটায় না মান তাহলে মহা ফাঁকায় কোথায় যে হারিয়ে যাবে তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং জীবনেও কোন দিন আর মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না।

আল্লাহর কথাটিও ছিল প্রায় সেইরূপ। আল্লাহ বলে দিলেন, আমি এখান থেকে নির্দেশনামা পাঠাতে থাকব। যারা তা মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই কোন দুশ্চিন্তাও নেই কোন দুঃখ কষ্টও নেই। আর যারা তা মানবে না তারা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে পড়ে যাবে, সেখান থেকে আর কোন দিনই বের হয়ে আসতে পারবে না। এখন চিন্তার বিষয়, যারা চাঁদে গিয়েছিল তারাতো মাত্র রকেটের গতিতে ৮০ ঘন্টার পথ দূরে গিয়েছিল আর আমাদের বেহেশ্‌ত পর্যন্ত যেতে হবে যা রকেটের গতিতে কত হাজার বছরের পথ তার কোন হিসাবই সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহর ভাষায় আকাশের যাবতীয় নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের নীচেই। আমাদের সূর্যের সব চাইতে নিকটবর্তী তারকার আলোর জগত পর্যন্ত রকেট যদি সেকেণ্ডে ৮ মাইল গতিবেগে চলে তবে ২০ হাজার বছর সময় লাগবে। এইভাবে এক তারকার আলোর জগত থেকে অপর তারকার আলোর

www.pathagar.com

জগত পর্যন্ত রকেটের গতিতে ২০ হাজার বছরের রাস্তা আর আকাশে এমনও তারকা রয়েছে যার আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গতিবেগে পৃথিবীর দিকে আসছেই কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত তার আলো এখনও পৃথিবীর মধ্যে এসে পৌঁছতে পারে নি। সে তারকাটাও প্রথম আকাশের নীচে। সম্প্রতি ১১/১১/৮২ দৈনিক সংবাদে কুয়েজার নামে একটা নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়ার খবর আসছে যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ১৮ শত কোটি আলোক বর্ষ। সে তারকাটাও প্রথম আসমানের নীচে। আর এইটাই যদি হয় পৃথিবী থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব আর এইভাবেই যদি হয় এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্ব তাহলে চিন্তা করুণ ৭ তবক আসমানের মিলিত দূরত্ব কত বেশী আর এভাবে ৭টা আসমানের পরই হচ্ছে বেহেশ্‌ত সেই বেহেশ্‌তই হচ্ছে আদম জাতির আসল বাসস্থান। এবার চিন্তা করে বুঝুন আমাদের আসল বাসস্থান কত দূরে। কিন্তু তা যতদূরই হোক না কেন সেখানে আমাদের যাওয়া লাগবে। এবার লক্ষ্য করুন, যারা পৃথিবী থেকে চাঁদে গিয়েছিল তাদের যেহেতু আগ্রহ ছিল যে মাটির পৃথিবীতে আবার তারা ফিরে আসবে তাই তাদের জন্যে পাঠানো নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটির নির্দেশ তারা কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলেছিল। তাদের যে দু'জন চাঁদে নেমেছিল তারা সেকেণ্ডে ৮ মাইল গতিবেগে চলন্ত রকেটের জানালা দিয়ে বেরিয়ে অন্য একটা চন্দ্রযানে করে– যা জানালায় পূর্ব হতেই বেঁধে রাখা ছিল তাতে করে নেমে যায়। আর একজন রকেটের মধ্যে থাকে। যে দু'জন একবার রকেট ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রতরীতে করে– নেমে যায় তারা যদি কেপ কেনেডির নির্দেশ কাঁটায় কাঁটায় না মানতো এবং চাঁদের কোন বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তো তাহলে অবশ্যই তারা আর ফিরে আসতে পারতো না। তাদেরকে ঠিক হিসাব মত যখনই বলা হয়েছিল যে চন্দ্রতরীতে উঠে পড় তখনই উঠে পড়েছিল আর যখনই নির্দেশ দিয়েছিল যে, এখনই সুইচ টেপ, চন্দ্রতরী চালু কর, ঠিক সেই মুহূর্তেই চালু না করে যদি এক সেকেণ্ড দেরী করতো তবে রকেট থেকে ৮ মাইল পিছনে পড়ে যেতো। আধ সেকেণ্ড দেরী করলে ৪ মাইল ও সিকি সেকেণ্ড দেরী করলে ২ মাইল পিছনে পড়ত। জীবনেও কোন দিন আর রকেট ধরতে পারত না। তারা যেমন চাঁদের মোহে মোহগ্রস্ত হয়নি বলেই মাটির মানুষ মাটির দেশে

www.pathagar.com

ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল। ঠিক তেমনই যারা বেহেশ্‌তের মানুষ বেহেশ্‌তে ফিরে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকেও ঐ নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটির নির্দেশ যা আল্লাহ্ পাঠাচ্ছেন আর যা আমরা পেয়েছি আমাদের নবীর মাধ্যমে আল-কুরআন নামে, তার প্রত্যেকটি নির্দেশ যদি ঐ নভোচারীদের ন্যায় কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলতে পারি তবেই আদি বাড়ী বেহেশ্‌তে ফিরে যেতে পারবো; আর নির্দেশ মেনে চলতে না পারলে কক্ষণও বেহেশ্‌তে ফিরে যেতে পারবো না।

আশা করি, এ সত্য আমরা বুঝব এবং পৃথিবীর মোহে মোহগ্রস্ত না হয়ে বেহেশতের মোহেই আল-কুরআনের হুকুম যেমন ভাবে মেনেছিলেন নবী রাসূলগণ, তেমনিভাবে আমরা মেনে চলব। হে দয়ালু আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও যেন তোমার হুকুম আমরা যথাযথভাবে মেনে চলতে পারি।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাহিনী

সূরা ইয়াসিনে ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ *

" তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি বলেন 'হও' আর অমনি তা হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।" অন্যত্র সূরা আস্-সাজদার ৪র্থ আয়াতে আল্লাহ বলেন-

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط

" তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যত যা কিছু আছে তা সবই ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে আরশের উপর আসীন হয়েছেন।" অন্যত্র সূরা হা- মীম আস-সাজদা ৯-১২ আয়াতে আল্লাহ বলেন-

www.pathagar.com

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ * وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ * ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ * فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ

অনুবাদ ঃ

হে নবী এদেরকে বলো, তোমরা কি–

(৯) সেই আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করতেছ এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন ..... তিনিই তো সমগ্র জগতবাসীর রব !

(১০) আর তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) উপর হতে তার বুকে পাহাড় দৃঢ়মূল করে দাঁড় করে দিয়েছেন এবং তাতে বরকতসমূহ সংস্থাপিত করেছেন। আর তাতে সব প্রার্থীর জন্য (অর্থাৎ যে যার সন্ধানী তার জন্য) প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক পরিমাণ মত খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত করে রেখেছেন। এসব কাজ মোট ৪ দিনে সম্পন্ন হয়ে গেল।

(১১) অতঃপর তিনি আকাশ মণ্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন ওটা তখন শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন অস্তিত্ব ধারণ কর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। তখন তারা উভয়েই বলল আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতোই।

www.pathagar.com

(১২) অতঃপর তিনি দুই দিনের মধ্যে সাত আকাশ বানিয়ে দিলেন এবং তার প্রত্যেক আসমানে তার বিধিবিধান অহি করা হলো। আর দুনিয়ার আসমানকে আমি প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং তা পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করলাম। এসব কিছুই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞ সত্ত্বার পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা।

ব্যাখ্যাঃ উপরের সূরা ইয়াসিনের ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ কোন জিনিস সৃষ্টির হুকুম করলেই অমনি তা হয়ে যায়। তাই তিনি সেদিন পৃথিবী সৃষ্টি করার এরাদা করলেন তখন বললেন কুন বা হও, আর সঙ্গে সঙ্গে ' ফাইয়অকুন' তা হয়ে গেল। এর অর্থ এ নয় যে, মহা ফাঁকার মধ্যে যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে কুন বলার সঙ্গে সঙ্গে গাছ--পালা, নদী–নালা, পাহাড়-পর্বত, জীব-জানোয়ার, ঘর-বাড়ী ও ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ সহ এই পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়ে পড়ল। দেখুন মুরগীর ডিমের মধ্যে যে বাচ্চাটা পয়দা হয় সেও আল্লাহর হুকুম ছাড়া পয়দা হয় না। তার প্রতিও আল্লাহর 'কুন' শব্দের হুকুমের প্রয়োজন। আর আল্লাহ কুন বললেই কি একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা তৈরী হয়ে তক্ষুনি ডিমের খোসা ভেঙ্গে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি পূর্ণ বাচ্চা? কই তাতো আসে না। তাহলে فَيَكُوْنُ এর অর্থ টা কি দাঁড়াবে? আরবীতে একটা কালকে বলা হয় مُضَارِعْ মুজারে যার মধ্যে থাকে দুইটা কাল অর্থাৎ বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল। يَكُوْنُ হচ্ছে সেই مُضَارِعْ যার মধ্যে রয়েছে দুইটা কাল বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল। তা হলে এর অর্থ দাঁড়াল হচ্ছে ও হবে বা হতে থাকবে। আর এই অর্থটা গ্রহণ করলেই সব ধাঁধাঁর অবসান ঘটে যায়। ডিমের মধ্যে মুরগীর বাচ্চা যেমন আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হয়ে বেরিয়ে আসে না ঠিক তেমনই হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বর্তমান যেরূপ আকারে রয়েছে, সেইরূপ সৃষ্টি হয়নি। মুরগীর ডিমের মধ্যে যেমন একটা নির্দিষ্ট সময় পার না হলে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা সৃষ্টি হয় না, এখানে যেমন আল্লাহর তৈরী একটা বিধানের মাধ্যমে বাচ্চাটা পূর্ণতা লাভ করে, ঠিক তেমনই পৃথিবীও একটা বিধানে মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ এক স্থানে বলেছেন–

www.pathagar.com

لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلاً ' লান তাজিদা লি সুন্নাতিল্লাহি তাবলিদা।'

" আল্লাহর আইন শৃংখলার মধ্যে কোন পরিবর্তন কখনই পাবে না" তাহলে এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সবকিছু আল্লাহর হুকুমে হয় এটাও যেমন ষোল আনা ঠিক তেমনই আল্লাহর তৈরী বিধানের বাইরে কিছু সৃষ্টি হয় না, এটাও ষোল আনা ঠিক। আল্লাহ যখনই পৃথিবী সৃষ্টি করার হুকুম করলেন তখন থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তা সৃষ্টি হয় 'ফী সিত্তাতে আইয়ামিন' অর্থাৎ ছয় দিনের মধ্যে।

এখানে ছয় দিন থেকে ২৪ ঘন্টার পর পর ছয় দিনও বুঝা যেতে পারে কিংবা ছয় যুগও ধরা যেতে পারে। আমরা যখন বলি 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' তখন আইয়াম অর্থ যুগ। কাজেই এখানে যদি 'আইয়াম' থেকে যুগ এবং 'ইয়াকুনু' থেকে হওয়ার 'প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল' ধরি তাহলে এ সম্পর্কীয় যাবতীয় ধাঁধাঁর অবসান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ধরতে হবেও তাই।

কুরআন ও বিজ্ঞানে কি টক্কর?

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান যেখানে ভুল করেনি সেখানে কুরআনে ও বিজ্ঞানে কোন টক্কর নেই। আর যেখানেই বিজ্ঞান ভুল করেছে সেখানেই কুরআনের সঙ্গে বিজ্ঞানের টক্কর। আমাদের সমাজে (অবশ্য আমার দৃষ্টিতে) কয়েক ধরনের পোক্তা ঈমানদার লোক দেখা যায়। যথা –

(১) খুব এখলাসের সঙ্গেই এক শ্রেণীর লোক বিজ্ঞানের সাথে বিরোধিতা করে। তাদের এখলাসের মধ্যে কোন ঘাটতি নেই তবে চিন্তার মধ্যে জ্ঞানের আগোচরেই কিছুটা মোখলেসানা গোঁড়ামি আছে।

(২) বিজ্ঞান ভুল বললেও কুরআনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কুরআনের ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। তাদেরও এখলাসের মধ্যে আমার চোখে কোন ঘাটতি দেখিনা তবে প্রকারান্তরে তাঁরা যে কুরআনের চাইতে বিজ্ঞানকেই সঠিক ধরে নেন তা তাদের জ্ঞানে ধরা পড়ে বলে আমার মনে হয় না।

www.pathagar.com

(৩) বিজ্ঞান যা বলে তা কুরআনের দৃষ্টিতে ঠিক হলে তাকে ঠিক বলেই মানে আর কুরআনের দৃষ্টিতে বেঠিক হলে তাকে বেঠিক বলেই প্রত্যাখ্যান করে। আমি আমার জ্ঞান মুতাবিক এই তৃতীয় দলে আছি। আমি এই শেষ দলভুক্ত থেকেই চিন্তাভাবনা করে দেখেছি পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের কথা কুরআন বিরোধী নয়। আমরা যদি শুধু ' কুন-ফাইয়াকুন' কে সামনে রাখি এবং ফাইয়াকুন-এর অর্থ ধরি যে 'তক্ষুনি হয়ে গেল' তাহলে বিজ্ঞানে কুরআন অবশ্যই গরমিল মনে হবে। কিন্তু সূরা হামিম আস সাজদার ৪র্থ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৩য় আয়াত, সূরা হুদের ৭ম আয়াত, আল ফুরকানের ৫৯ আয়াত ইত্যাদি আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখি পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কুরআনের বক্তব্যের মোটেই খেলাফ নয়। তবে খেলাফ শুধু এখানে যে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ পৃথিবী সৃষ্টির যাবতীয় পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থাপনাকে আপনা আপনি সৃষ্টি হওয়ার কথা বলছেন আর কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তাকে মেন নিচ্ছেন। যারা সৃষ্টিকর্তাকে মানছে না তাদের উদাহরণ হচ্ছে এইরূপ যে, কোন ব্যক্তি একটা নৌকা তৈরীর যাবতীয় বাস্তব ব্যবস্থাপনা স্বীকার করে কিন্তু মিস্ত্রী স্বীকার করে না। তাদেরকে আমরা হিসারের বাইরে ধরে যদি তাদের পৃথিবী সৃষ্টির চিন্তা-ভাবনাটাকে সামনে রেখে কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ক'টির সঙ্গে মিল করে দেখি তবে দেখব যে, বিজ্ঞানীদের চিন্তার ধারাটি ঠিকই আছে।

পৃথিবী কি সূর্য থেকে সৃষ্টি

সূর্য ও পৃথিবী কি পৃথকভাবে সৃষ্টি নাকি সূর্যের থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি এটা এমন এক প্রশ্ন যে, এ প্রশ্নের মূল তাৎপর্য বুঝতে ভুল করেই অনেকে মনে করেন 'সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি' একথা মানলে আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু আসল ব্যাপার বুঝলে আল্লাহকে অস্বীকার করার কিছুই নেই এর মধ্যে ; যেমন গাছ থেকে ফল, মা থেকে সন্তান, মুরগীর পেট থেকে ডিম এ সব কথা মানলে যেমন আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় না, ঠিক তেমনই 'সূর্য থেকে পৃথিবী' এ কথা মানলেও আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় না। মা থেকে সন্তান, গাছ থেকে ফল, এসব যেমন আল্লাহর

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট বিধান ঠিক তেমনই আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধান হচ্ছে একই মূল বস্তু থেকে সব কিছুর সৃষ্টি। যেটাকে আল্লাহ বলেছেনঃ وَهِيَ دُخَانٌ ওটা প্রথমে ধোঁয়ার ন্যায় ছিল তার থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। এবার দেখুন একটা যুক্তি দিচ্ছি যার থেকে প্রমাণ হবে যে, সূর্য থেকেই পৃথিবী সৃষ্টি এবং পৃথিবী থেকেই চাঁদের সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন—

لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ' লান তাজিদা লিসুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা' আল্লাহর কোন বিধানের মধ্যে কোন পরিবর্তন পাবে না। আল্লাহর এ সব বিধানের মধ্যে একটি বিধান হচ্ছে 'গতি জড়তা' অর্থাৎ গতিশীল কোন কিছুর উপর যা থাকে তাতে ঐ গতি জড়িয়ে যায়। যেমন আপনি যখন কোন ট্রেনে খুব দ্রুত গতিতে চলছেন। তখন একটা ডাবের পানিটুকু পান করে ডাবের খালি খোসাটা জানালা দিয়ে ঠিক সোজা নীচের দিকে অনায়াসে ছেড়ে দিন , দেখবেন ডাবটা সোজা নীচের দিকে না গিয়ে ট্রেন যে গতিতে সামনে ছুটতে ছিল সেই একই গতিতে ঐ ডাবের খোসাটা ট্রেনের গা ঘেঁসে দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগোতে এগোতে মাটিতে গিয়ে পড়ে সামনের দিকে ছিটকে চলে যাবে (আরও খানিকটা সামনের দিকে)। মনে হবে যেন ডাব ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গেই এগোতে চাচ্ছে। সে যেন মাটিতে পড়ে সেখানে থাকতে চাচ্ছে না, ট্রেনের মায়া কাটাতে পারছেনা, এর কারণ কি? এর কারণ হল ঐ ডাবটা যেহেতু ট্রেনের মধ্যে ছিল তাই ট্রেন যে গতিতে চলতেছিল সেই গতিটাই ঐ ডাবের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, ফলে সে ঐ গতিতে সামনের দিকে এগোচ্ছিল এবং নিচে নামতেছিল। ঐ ডাবের প্রতি যদি মাধ্যাকর্ষণের বল প্রয়োগ না হত তবে ঐ একই গতিতে ডাব সামনে ছুটতে থাকতো। এরই নাম গতিজড়তা। আর এরই কারণে ডাবটাকে অনায়াসে ফেলে দিলেও মাটিতে পড়ে সামনের দিকে ছিটকে যাবে। একই কারণে বা চলতে চলতে যদি হঠাৎ বাস ব্রেক করে তবে বাসের প্রত্যেক যাত্রী সামনের দিকে ঝুকে পড়ে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বাস যে গতিতে চলতেছিল ঠিক সেই গতিটাই জড়িয়ে গিয়েছিল বাসের সব যাত্রীর গায়ে। ফলে বাসকে ব্রেক করার কারণে বাসকে আসলে পিছন থেকে টেনে ধরা হয় কিন্তু যাত্রিদের যেহেতু বাসের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়া থাকে না এবং

www.pathagar.com

তাদেরকে পিছন থেকে কেউ টেনে ধরা হয় ফলে বাসের সব কিছুই সামনে ঝুকে পড়ে। ওটা সামনে ঝুকে পড়া নয় ওটা হচ্ছে একই গতিতে চলতে থাকা। ঠিক একই কারণে দ্রুতগামী সাইকেলের সামনের চাকায় ব্রেক করলে পিছনের চাকা উচু হয়ে পড়ে। কারণ পিছনের চাকায় যে গতি ছিল সেই গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ যদি সামনের চাকা বন্ধ হয়ে যায় তবে পিছনের চাকা বাধা পেয়ে উঁচু হয়ে পড়ে। এ জন্যেই দ্রুতগামী সাইকেলের ব্রেক করতে হলে পিছনের চাকায় ব্রেক করতে হয়। ঠিক ঐ কারণে কোন কোন গাড়ী চলতে চলতে হঠাৎ সামনের চাকা খুলে গেলে পুরা গাড়ীটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে পারে না কারণ তাতে যে গতি থাকে ঐ গতিই গাড়ীটাকে সামনে ছুড়ে দেয়। ফলে সামনের চাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে গাড়ী উল্টে যেতে বাধ্য হয় ঠিক একই কারণে খুব দ্রুতগামী গাড়ী হঠাৎ ব্রেক করলে সব যাত্রী সামনের দিকে ছিটকে যায়, কারণ যাত্রীর গতি ঠিকই থাকে কিন্তু গাড়ীর গতি বন্ধ করে দেয়া হয়। গতি জড়তা বুঝানোর জন্যে বহু কথা এখানে বলা হলো এবং একই কথা বার বার হলো। আশা করি এখন আমরা গতিজড়তা বুঝতে পেরেছি। এবার চিন্তা করুন একটা হেলিকপ্টার যদি সোজা উপরে উঠে গিয়ে ১ ঘন্টা একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে ঐ ১ ঘন্টায় পৃথিবী তার আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে গিয়ে ১০৪১ মাইল পূর্বদিকে চলে যাবে। ঐ সময় হেলিকপ্টারকে ১০৪১ মাইল পিছনে চলে যাওয়ার কথা ছিল। কারণ হেলিকপ্টার তো আর পৃথিবীর গায়ে নেই সে রয়েছে পৃথিবীর গা ছেড়ে দিয়ে মহা ফাঁকার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তা যায় না, কেন যায় না? কারণ হেলিকপ্টারটা ছিল পৃথিবীতে ফলে পৃথিবীর যে গতি তা ওর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। কাজেই যদিও সে উপরে ছিল কিন্তু গতি জড়তার কারণে পৃথিবীর গতিতে সে পৃথিবীর সঙ্গে সামনে চলতেছিল, তাই হেলিকপ্টার যতক্ষণ পরেই পৃথিবীর মাটিতে নামুক না কেন যেখান থেকে উঠেছিল সেখানেই নামবে। এই একই কারণে প্লেনে করে মানুষ যেখান থেকে যে দিকেই উড়ুক না, উপরে উঠার কারণে পৃথিবীর গতি উড়ন্ত প্লেনের উপর থেকে এক চুল পরিমাণও কম বেশী হয় না। ফলে প্লেন পূর্ব দিকে উড়লেও ঘন্টায় যতদূর যাবে পশ্চিম দিকে

www.pathagar.com

উড়লেও ঐ একই গতিতে ঘন্টায় ততদূর চলবে। কারণ পৃথিবীর গতি প্লেনে সব সময়ই সম পরিমাণ থাকে।

এবার চিন্তা করুন পৃথিবী নিজ কক্ষপথে বছর পুরতির জন্য যখন সূর্যের চার পাশে ৬০ কোটি মাইলের একটা কক্ষপথ অতিক্রম করে তখন পৃথিবীকে চলতে হয় প্রতি মিনিটে প্রায় ১২ হাজার মাইল। এভাবে চললে চাঁদকে তো ছয় মাসে ৩০ কোটি মাইল পিছনে ফেলে পৃথিবীর দূরে সরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা সরে না কেন? সরে না এই জন্যে যে পৃথিবী সূর্যের চার পার্শ্বের বৃত্তাকারের ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথ অতিক্রম করতে পৃথিবীকে যে গতিতে চলতে হয় ঠিক ঐ একই গতিতে চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে তার দূরত্ব ঠিক রেখেই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। এখন প্রশ্ন, পৃথিবীর বার্ষিক গতি আর চাঁদকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলার গতি এক হতে পারে, সে কারণটা হল ঐ চাঁদটাকে হেলিকপ্টারের মত এই পৃথিবী থেকে উপরে উঠেছে বুঝতে হবে, তাহলে গতি জড়তার নিয়ম অনুযায়ী চাঁদ সমগতিতে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে পারে, এ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় কারণই আল্লাহ্‌র তৈরী আইনের নিয়মে পড়ে না, যে নিয়মের মাধ্যমে চাঁদ সমগতিতে আবহমানকাল ধরে ছুটতে পারে। এইটাই আল্লাহর তৈরী বিধান, যে বিধানের মধ্যে রয়েছে গতি জড়তা, আর যার কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি হলেই চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে থাকা সম্ভব; নইলে নয়। এরপর যদি কেউ বলতে চান যে আল্লাহর নিকট সবই সম্ভব তাহলে আমি বলব আল্লাহ্‌র নিকট তো সবই সম্ভব এ কথা ষোল আনা সত্য কিন্তু একটা গাছের ফল বোটা থেকে ছিঁড়ে গেলে আল্লাহ কি ঐ ফলটাকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারেন না? এটা কি আল্লাহর কাছে অসম্ভব? তা অবশ্যই না, তবে তা যায় না কেন? এর উত্তরে যেমন বলতে হবে ওটা আল্লাহর বিধান। ঠিক তেমনই পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি, এটাও আল্লাহ্‌র বিধান। এই যে আটলান্টিক মহাসাগরের বিরাট গভীরতা, হয়ত হতে পারে কোটি কোটি বছর পূর্বে আল্লাহ পাক কোন বিস্ফোরণের মাধ্যমে পৃথিবীর খানিকটা অংশকে ছিটকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। হতে পারে সে অংশটাই চাঁদ হিসাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। ফলে পৃথিবীর গতি চাঁদের গায়ে লেগে রয়েছে

www.pathagar.com

নইলে এপোলো ১১-এ করে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে তারা জীবনেও কোনদিন আর এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারতো না। শুধু তাই নয় পৃথিবীর কোন একটি প্রাণী ও কোন দিনই চাঁদের সন্ধান পেত না যদি না চাঁদের সৃষ্টি পৃথিবী থেকে হত।

এরপর প্রশ্ন, সূর্য যখন তার নিজস্ব কক্ষপথে ভীষণ বেগে ছুটছে তখন পৃথিবী কি করে তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। সূর্য যখন তার কক্ষপথে এক নির্দিষ্ট গতিতে অনবরত ছুটে চলছে তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ক্রমেই বাড়ত এবং কবে সূর্যকে একটা ছোট তারকার মত দেখা যেত এবং বহু বছর পরে এমন একদিন আসত যেদিন অন্ততঃ এ সূর্য তো দেখা যেতই না, হয়ত অপর কোন সূর্যের দেশে পৃথিবী ঢুকে পড়ত, কিন্তু তা কেন হচ্ছে না? হচ্ছে না ঐ একই কারণে। কারণটা হলো এই যে, সূর্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হলে গতি জড়তার আইন অনুযায়ী সূর্যের গতি পৃথিবীতে লেগে থাকবে আর তাতে ফল হবে এই যে পৃথিবী সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে বাধ্য থাকবে। কারণ যে দিন সূর্য থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেদিন পৃথিবী সূর্যের গতিকে সঙ্গে নিয়েই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এ কারণে সূর্য যে দিকেই যাক না কেন এবং যত দ্রুত গতিতেই চলুক না কেন পৃথিবীকে ছেড়ে সূর্যের অন্য কোন দিকে পালিয়ে যাওয়ার আর কোন উপায় নেই। ঠিক তেমনই পালিয়ে যেতে পারবেনা সূর্য থেকে যে গ্রহ উপগ্রহগুলো বেরিয়ে আসছে তাদের একটিও।

অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ

-০-

তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ট যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।

-আল-হাদীস।

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সূরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেজেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫